দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 24 APR 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৬ ...

দেশে ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্য অর্জিত হবে না –ইউনেস্কো

রিয়াজ চৌধুরী

২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্য অর্জিত হবে না। অনেক শিশু নিম্নমানের শিক্ষা পাচ্ছে। যার ফলে মৌলিক সাক্ষরতা এবং গণনার দক্ষতা অর্জন হাড়াই তারা বিদ্যালয়ে ছেড়ে যাচ্ছে। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষার বাইরে আছে ৭ কোটি ৫০ লাখ শিশু। ২০১৫ সালেও বিশ্বের ১৩৪ টি দেশে ২ কোটি ৯০ লাখ শিশু প্রাথমিক শিক্ষার বাইরে থাকবে। এর মধ্যে ভারতে ৬ লাখ, পাকিস্তানে ৩৭ লাখ, বাংলাদেশে ৩ লাখ, কেনিয়ায় ৯ লাখ, ইরাকে ২ লাখ, নাইজেরিয়ায় ৭৬ লাখ। ২০০৬ সালে ৭৫ মিলিয়ন শিশু, যাদের মধ্যে ৫৫ ভাগই মেয়ে শিশু, তারা বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি। বর্তমানে যে ধারা চলেছে তা অব্যাহত থাকলে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হবে না। ২০০৯ সালে ইউনেস্কো প্রকাশিত সবার জন্য শিক্ষা গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্টে শিক্ষার এ অগ্রগতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়, বর্তমান ধারা অনুযায়ী লক্ষ্য অর্জনে বিশ্ব পিছিয়ে পড়বে।

গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট অনুযায়ী, শিক্ষায় গুণগতমানের ক্ষেত্রে অনেক দেশই পিছিয়ে আছে। দেশের অভ্যন্তরেই বিভিন্ন অঞ্চল, সম্প্রদায়, বিদ্যালয় এবং শ্রেণীকক্ষেই অসমতা বিদ্যমান। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নিম্নমানের শিখন অর্জনের মাত্রা অধিক। সাব-সাহারান আফ্রিকায় ৪টি দেশে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ২৫ শতাংশ কম শিক্ষার্থী এবং ৬টি দেশে মাত্র ১০ শতাংশ শিক্ষার্থী কাঙ্ক্ষিত মাত্রার দক্ষতা অর্জন করে। প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, সম্পদ ও সুবিধাদি, বিদ্যুৎ, আবাসন ব্যবস্থা, পাঠ্যবই উন্নত দেশগুলোতে নিশ্চিত হয়। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশসমূহে এগুলো দুষ্প্রাপ্য।

রিপোর্টের আলোকে দেখা যায়, জাতিসংঘ সম্মেলনের পর উন্নয়নশীল দেশসমূহের মোট ভর্তির অনুপাত বেড়েই চলেছে। দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া ৭৬ থেকে ৮৬ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে নাইজেরিয়া এবং পাকিস্তানের নিম্নমানের প্রশাসন অগ্রগতিকে পিছিয়ে দিচ্ছে। ২০০৬ সালে বিশ্বে ৫১ কোটি ৩০ লাখ শিক্ষার্থী বা সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুদের ৫৮ শতাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়, যা ১৯৯৯ সাল থেকে ৭৬ মিলিয়ন বেশী। কিন্তু এত অগ্রগতি সত্ত্বেও বিশ্বের তরুণ জনগোষ্ঠীর জন্য বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার সীমিত হয়ে গেছে।